তদবীর ও তাওয়াককুল

ইমাম বায়হাকী (রহ) রচিত
শুআবুল ইমান গ্রন্থের
তাওয়াককুল অধ্যায় থেকে সংকলিত

মূল
ইমাম বায়হাকী (রহ)

দারুস সাআদাত
www.darussaadat.com

তদবীর ও তাওয়ককুল

ইমাম বায়হাকী (রহ) রচিত
শুআবুল ইমান গ্রন্থের
তাওয়াককুল অধ্যায় থেকে সংকলিত

মূল
ইমাম বায়হাকী (রহ)

প্রকাশক
দারুস সাআদাত
একটি online প্রকাশনা

প্রকাশকাল:
মে ২০১৭
শাবান ১৪৩৮

ইমেইল

darussaadat@yahoo.com

স্বত্ব:
দারুস সাআদাত
কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য
pdf: বিনামূল্যে
মুদ্রিত কপি: মুদ্রণ ব্যয় অনুযায়ী

দারুস সাআদাত

সূচীপত্র

তদবীর ও তাওয়াককুল

আল্লাহ তাআলার বাণী-	৫
তাওয়াককুলের সারকথা	৫
যে আল্লাহর প্রতি তাওয়াককুলকারী নয়	৫
শুভ-অশুভ লক্ষণ	৬
শুভ লক্ষণ ধরা	৬
অশুভ লক্ষণের খটকা হলে যে দুআ পড়বে	৭
মানুষের তিনটি দোষ এবং তা থেকে বাঁচার উপায়	৭
অশুভ লক্ষণ সত্বেও কাজ জারী রাখা	৭
যে আল্লাহর প্রকৃত বান্দা	৮
নিশ্চিন্ত রিযিক ও জীবিকা অন্বেষণ	৮
রিযিক ভোগ ব্যতীত কোন প্রাণী মৃত্যুবরণ করবে না	৯
লক্ষ্য অর্জনে ধৈর্য এবং আল্লাহর উপর ভরসা	১০
বেশী চিন্তা-ভাবনা না করা	১০
মানুষের রিযিক কোনভাবে পৌছে যায়	১১
রিযিক মানুষকে যেভাবে খোঁজে ফেরে	১১
মানুষের তাকদীর এমনকি প্রতিটি পদক্ষেপ নির্ধারিত	১১
ব্যাপক উপদেশ	১২
সফরে পাথেয় সাথে নেওয়া	১২
উপায় উপকরণ অবলম্বন	১৩
রোগ-ব্যাধিতে চিকিৎসা গ্রহণ	১৩
উপায়-উপকরণ তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত	১৩
উপকরণ অবলম্বন করে তাওয়াককুল করা	১৪
কঠিন কাজ সামনে আসলে যে দুআ পড়বে	১৪
আত্মমর্যাদাবোধ-কারো বোঝা না হওয়া	১৫
মন যখন প্রশান্ত থাকে	১৫
যে উপার্জন উত্তম	১৫
উত্তম পেশা	১৬
সত্যবাদী ও আমনতদার ব্যবসায়ীর ফযীলত	১৬
যার কাছে সম্পদ নেই	১৭
আল্লাহ হালাল উপার্জনকারীর প্রতি সন্তুষ্ট	১৭
কৃষিকাজ করা	১৮

আল্লাহ পেশাজীবি মুমিনকে ভালবাসেন ১৮
বুদ্ধিমান হওয়া-অহেতুক খরচ না করা ১৮
বর্তমান উপার্জন আঁকড়ে থাকা ১৮
সুস্বাস্থ্য ধন-সম্পদের চেয়ে উত্তম এবং হৃদয়ের প্রসন্নতা আল্লাহর নিয়ামত ১৯
যে ব্যক্তির মধ্যে কোন কল্যাণ নেই ১৯
দীন-দুনিয়ার সম্বল ১৯
হযরত সাদ ইবনে উবাদা (রা) এর দুআ ২০
প্রাত্যহিক কাজ-কর্মে নিয়োজিত থাকা ২০
ধন-সম্পদের গুরুত্ব ২০
আবেদ হওয়ার পূর্বে উপার্জন করা ২১
তাওয়াককুলের হাকীকত প্রসঙ্গে মনীষীদের উক্তি ২১
যে যার উপর ভরসা করে ২২
আল্লাহর প্রতি ভরসাকারীর অভিযোগ নেই ২২
প্রয়োজন কার কাছ থেকে পুরা করবে? ২৩
তাওয়াককুল ইমানকে দৃঢ় করার নাম ২৩
তিনটি আয়াত এমন যার দ্বারা সবার থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়া যায় ২৩
তাকওয়া ও আল্লাহকে ভয় করা খুব উত্তম আমল ২৪
আসমান যমীনের ভাণ্ডার যেখানে রয়েছে ২৫
যে আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহ তাকে স্মরণ রাখেন-
হযরত দানিয়াল (আ) এর ঘটনা ২৫
যে নিজের প্রয়োজন পূরনের জন্য তাওয়াককুল করে ২৫
যখন কেউ সব ছেড়ে আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হয় ২৬
রিযিকের কমবেশী পরীক্ষা ২৬
রোগীদের সাথে খাবার খাওয়া ২৬
হঠাৎ মৃত্যুর ব্যাপারে সতর্কতা ২৭
অনিষ্টকর বাসস্থান পরিবর্তন করা ২৭
জান্নাতীদের বৈশিষ্ট্য ২৮
এই হাদীসের ব্যাখ্যায় সালাফদের উক্তি ২৮
প্রকৃত অন্ধ যে ব্যক্তি ২৮

তদবীর ও তাওয়াককুল

আল্লাহ তাআলার বাণী-

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন, তবে কেউই তোমাদের উপর প্রবল হতে পারবে না। আর যদি তিনি সাহায্য না করেন, তবে এমন কে আছে যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? আর আল্লাহর উপরই মুসলমানদের ভরসা করা উচিত।-সূরা আল ইমরান:১৬০

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

নিশ্চয়ই মুমিনরা এরুপ হয় যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে। আর যখন তাদের সামনে তার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তাদের ইমান আরো বেড়ে যায়। আর তারা তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।-সূরা আনফাল:২

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট।-সূরা তালাক:৩

এই আয়াতগুলো ব্যতীত আরো অনেক আয়াত রয়েছে, যার মধ্যে আল্লাহর উপর ভরসা করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

তাওয়াককুলের সারকথা

ইমাম আহমদ (রহ) বলেন-

وجُمْلَةُ التَّوَكُّلِ تَفْوِيضُ الْأَمْرِ إِلَى اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَالثِّقَةُ بِهِ

তাওয়াককুলের সারকথা হলো নিজের সব বিষয় আল্লাহর উপর সোপর্দ করা এবং তার প্রতি আস্থা ও ভরসা রাখা।

যে আল্লাহর প্রতি তাওয়াককুলকারী নয়

হযরত মুগীরাহ ইবনে শুবা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন– রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন–

لَمْ يَتَوَكَّلْ مَنِ اسْتَرْقَى أَوِ اكْتَوَى

যে দাগ দিল অথবা জাদুমন্ত্র (অবৈধ ঝাড়ফুক) করল। সে (আল্লাহর প্রতি) তাওয়াক্কুলকারী নয়।–[রিওয়ায়াত:১১৬৬, শামেলা:১১২৩][1]

[1] . মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালসী, হাদীস:৭৩২। মুসনাদে হুমায়দী, হাদীসে মুগীরা ইবনে শু'বা (রা), হাদীস:৭৬৩।

ইমাম আহমদ (রহ) বলেন- এটা এজন্য যে, সে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে, যা থেকে বাঁচা উত্তম। একারণে যে, এর মধ্যে ক্ষতি ও ভয় রয়েছে। আর ঝাড়ফুক এর কথা এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা আল্লাহর কালাম থেকে হয়েছে কিনা তা জানা যায়নি অথবা এজন্য যে, এর মধ্যে শিরক এর সংমিশ্রণ রয়েছে।

শুভ-অশুভ লক্ষণ

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন–

الطِّيَرَةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ

অশুভ লক্ষণ ধরা শির্ক। আর আমাদের মধ্য থেকে কেউই তা থেকে বাঁচতে পারে না। তবে আল্লাহ তাআলা তাওয়াক্কুলের দ্বারা তা দূর করে দেন।–

[রিওয়ায়াত:১১৬৭, শামেলা:১১২৪][২]

ইমাম আহমদ (রহ) বলেন- অশুভ লক্ষণ ধরা শিরক এই প্রেক্ষিতে, যার উপর জাহিলিয়াতের লোকজন বিশ্বাস রাখত। আর এর পরের বাক্যের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তা ইবনে মাসউদ (রা) এর উক্তি।

এর অর্থ এই যে, প্রত্যেকের মনে অশুভ লক্ষণের ব্যাপারে কিছু না কিছু খটকা দেখা দেয় যা সাধারণ রীতি। কিন্তু এর প্রতি আমাদের মন স্থির ও অটুট হয় না, বরং আমরা আমাদের বিশ্বাসকে ঠিক করে নেই। কেননা আল্লাহ ব্যতীত ভাল মন্দের কেউ মালিক নয়। অতএব প্রত্যেক ঐ বান্দা যার মনে অশুভ লক্ষণ খটকা সৃষ্টি করে সে আল্লাহর কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করে, অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চায় এবং নিজের কাজ ও ইচ্ছায় আল্লাহর উপর ভরসা করে।

শুভ লক্ষণ ধরা

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন– শুভ–অশুভ লক্ষণ বলে কিছু নেই, শুভ লক্ষণই উত্তম। জিজ্ঞেস করা হলো ইয়া রাসুলুল্লাহ! শুভ লক্ষণ কী? তিনি বললেন-

الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ

ভাল কথা, যা তোমাদের কেউ শুনে থাকে।–

[রিওয়ায়াত:১১৬৮, শামেলা:১১২৫][৩]

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তির নিকট থেকে একটি বাক্য শুনলেন, যা তার পছন্দ হলো। তখন তিনি তাকে বললেন-তোমার মুখ থেকে বের হওয়া কথার দ্বারা আমি শুভ লক্ষণ গ্রহণ করলাম।–[রিওয়ায়াত:১১৬৯, শামেলা:১১২৬][৪]

---

2 . সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুত তিব্ব, হাদীস:৩৯১০। জামে তিরমিযী, কিতাবুস সিয়ার, হাদীস:১৬১৪।
3 . সহিহ বুখারী, কিতাবুত তিব্ব, হাদীস:৫৭৫৪। সহিহ মুসলিম, কিতাবুস সালাম, হাদীস:২২২৩।
4 . সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুত তিব্ব, হাদীস:৩৯১৭। আবুশ শায়খ (রহ), আখলাকুন্নবী (সা), হাদীস:৭৫৪।

অশুভ লক্ষণের খটকা হলে যে দুআ পড়বে

হযরত উরওয়া ইবনে আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট অশুভ লক্ষণ ধরা প্রসঙ্গে আলোচনা উঠলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন- এর ভাল পন্থা হলো ফাল (শুভ লক্ষণ) গ্রহণ করা। কিন্তু অশুভ লক্ষণ কোন মুসলমানকে তার কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে না। যখন তুমি এমন কিছু (লক্ষণ) দেখ, যা তুমি পসন্দ কর না, তখন তুমি বলো-

اللهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ

হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত কেউ কল্যাণ দান করতে পারে না আর তুমি ছাড়াও কেউ অকল্যাণ প্রতিহত করতে পারে না। মন্দ থেকে বাঁচা এবং ভাল কাজ করার শক্তি তোমার পক্ষ থেকেই।–[রিওয়ায়াত:১১৭১, শামেলা:১১২৮][৫]

মানুষের তিনটি দোষ এবং তা থেকে বাঁচার উপায়

হযরত ইসমাইল ইবনে উমাইয়া থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন-

ثَلَاثَةٌ لَا يُعْجِزُهُنَّ ابْنُ آدَمَ: الطِّيَرَةُ، وَسُوءُ الظَّنِّ، وَالْحَسَدُ "، قَالَ: " فَيُنْجِيكَ مِنَ الطِّيَرَةِ، أَنْ لَا تَعْمَلَ بِهَا، وَيُنْجِيكَ مِنْ سَوْءِ الظَّنِّ أَنْ لَا تَتَكَلَّمَ، وَيُنْجِيكَ مِنَ الْحَسَدِ أَنْ لَا تَبْغِيَ أَخًا سُوءًا

মানুষের মধ্যে তিনটি দোষ আছে- অশুভ লক্ষণ ধরা, কুধারণা করা এবং হিংসা করা। অতএব অশুভ লক্ষণ থেকে মুক্তির উপায় হলো (অশুভ লক্ষণ মনে করেও) কাজ থেকে বিরত না থাকা। কুধারণা থেকে বাঁচার উপায় হলো কারো দুর্বলতা অনুসন্ধান না করা। আর হিংসা থেকে বাঁচার উপায় হলো দোষ অনুসন্ধান না করা।–

[রিওয়ায়াত:১১৭৩, শামেলা:১১২৯][৬]

অশুভ লক্ষণ সত্বেও কাজ জারী রাখা

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন–

إِنْ مَضَيْتَ فَمُتَوَكِّلٌ، وَإِنْ نَكَصْتَ فَمُتَطَيِّرٌ

যদি তুমি (অশুভ লক্ষণ দেখে) নিজের ইচ্ছা ও কাজ জারি রাখ তবে তুমি আল্লাহর উপর ভরসাকারী। আর যদি তুমি প্রত্যাবর্তনকারী হও তবে তুমি অশুভ লক্ষণধারী বলে বিবেচিত হবে।–[রিওয়ায়াত:১১৭৫, শামেলা:১১৩২][৭]

---

5. সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুত তিব্ব, হাদীস:৩৯১৯। মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, কিতাবুল জামে, হাদীস:১৯৫১২।
6. কানযুল উম্মাল, আত-তিয়ারাহ ওয়াল ফাল, হাদীস:২৮৫৬৩। তারীখে বাগদাদ।
7. মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, কিতাবুল জামে, হাদীস:১৯৫০৫।

যে আল্লাহর প্রকৃত বান্দা

হযরত কাব (রা) আল্লাহর উক্তি বর্ণনা করেন–

لَيْسَ مِنْ عِبَادِي مَنْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، أَوْ كَهِنَ أَوْ كُهِنَ لَهُ، أَوْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ، لَكِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ آمَنَ وَتَوَكَّلَ عَلَيَّ

ঐ ব্যক্তি আমার বান্দাদের মধ্যে নয়, যে যাদু করে ও করায় অথবা গায়েবের খবর দেয় অথবা গায়েবের খবর জিজ্ঞাসা করে অথবা ফাল ধরে ও ধরায়। তবে আমার বান্দাদের মধ্যে সে আমার বান্দা, যে আমার প্রতি ঈমান আনে এবং আমার উপরই ভরসা করে।–[রিওয়ায়াত:১১৭৬, শামেলা:১১৩৩][৮]

হযরত আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন-

مَنْ تَكَهَّنَ أَوْ تَقَسَّمَ، أَوْ تَطَيَّرَ طِيَرَةً، فَرَدَّهُ عَنْ سَفَرِهِ لَمْ يَنْظُرْ إِلَى الدَّرَجَاتِ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে ব্যক্তি গায়বের সংবাদ দেয় অথবা ভাগ্যনির্ধারক তীর ছোঁড়ে অথবা অশুভ লক্ষণ ধরে। আর এই অশুভ লক্ষণ ধরে তার সফরে (বা কোথাও) যাওয়া থেকে ফিরে আসে, তবে ঐ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন জান্নাতের সিড়িসমূহও দেখতে পাবে না।–[রিওয়ায়াত:১১৭৭, শামেলা:১১৩৪]

নিশ্চিন্ত রিযিক ও জীবিকা অন্বেষণ

হযরত উমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি–

لَوْ تَوَكَّلْتَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ رُزِقْتَ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُوا خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا

যদি তোমরা আল্লাহর উপর এমনভাবে ভরসা করতে, যেমনভাবে ভরসা করা দরকার। তাহলে তিনি তোমাদেরকে এমনভাবে রিযিক দিতেন যেমন দিয়ে থাকেন পাখিদেরকে। ওরা সকালে খালি পেটে বেরিয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় পেট ভর্তি করে ফিরে আসে।–[রিওয়ায়াত:১১৮২, শামেলা:১১৩৯][৯]

ইমাম আহমদ (রহ) বলেন- এই হাদীস একথা প্রমাণ করে না যে, জীবিকা উপার্জন ছেড়ে দিয়ে বসে যাবে, বরং এ হাদীস জীবিকা অন্বেষণ করার প্রমাণ। এজন্য পাখিদের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে যে, তারা অকর্মণ্য হয়ে ঘরে বসে থাকে না বরং তারা সকাল হতেই রিযিকের সন্ধানে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

---

8. মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, কিতাবুল জামে, হাদীস:২০৩৫০।

9. জামে তিরমিযী, কিতাবুয যুহুদ, হাদীস:২৩৫৪। ইবনে আবিদ দুনইয়া (রহ), কিতাবুত তাওয়াককুল, রিওয়ায়াত:১।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা) এর কথার উদ্দেশ্য এই যে, রিযিক অন্বেষণে যেতে-আসতে, কাজ করতে যেন আল্লাহর উপর ভরসা করা হয় এবং মনে করা হয় যে, আল্লাহই সকল কল্যাণের মালিক এবং কল্যাণ তার পক্ষ থেকেই। অতএব যখন সে ঘরে ফিরে আসবে তখন সহিহ সালামতে ফিরে আসবে এবং অর্থ-সম্পদ উপার্জন করে ফিরে আসবে যেমন পাখিরা সকালে খালি পেটে যায় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে।

কিন্তু মানুষ বের হয়ে যায় নিজের শক্তি-সামর্থ্যের উপর ভরসা করে এবং বাজারে গিয়ে মিথ্যা, খিয়ানত ইত্যাদি কাজ করে এবং পারস্পরিক কল্যাণ কামনা করে না। এসবকিছু তাওয়াককুলের খিলাফ।

রিযিক ভোগ ব্যতীত কোন প্রাণী মৃত্যুবরণ করবে না

হযরত মুত্তালিব বিন হানতাব থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন–

مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمْ بِهِ اللهُ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَمَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمُ اللهُ عَنْهُ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، وَإِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ قَدْ نَفَثَ فِي رَوْعِي أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ

আমি এমন কিছু বাদ রাখিনি, যে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আর আমি দেইনি। আর আমি এমন কিছুও বাদ রাখিনি, যে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন, আর আমি নিষেধ করিনি। আর জিবরাঈল আমীন আমার অন্তরে এ কথাটি ফুঁকে দিয়েছেন যে, কখনোই কোন প্রাণী ঐ সময় পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, যে পর্যন্ত সে তার রিযিক পূর্ণ করে না নিবে। সুতরাং রিযিক অন্বেষণে তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে।–[রিওয়ায়াত:১১৮৫, শামেলা:১১৪১][10]

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন-

لَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدٌ يَمُوتُ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ فَاتَّقُوا اللهَ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ مِنَ الْحَلَالِ وَتَرْكِ الْحَرَامِ

রিযিককে সংকীর্ণ মনে করো না। এজন্য যে, কোন বান্দা ঐ সময় পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না যে পর্যন্ত সে তার রিযিকের শেষ লোকমা পর্যন্ত পৌছে না যাবে। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং রিযিক অন্বেষণে উত্তম পদ্ধতি অবলম্বন করো। অর্থাৎ হালালকে অন্বেষণ করো এবং হারামকে ছেড়ে দাও।–[রিওয়ায়াত:১১৮৬, শামেলা:১১৪২][11]

---

[10] . তাবরানী কাবীর, ৮ম খণ্ড, হাদীস:৭৬৯৪। হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০ম খণ্ড, পৃ:২৭।

[11] . আল মুস্তাদরাক হাকীম, কিতাবুল বুয়ূ, হাদীস:২১৩৪। সহিহ ইবনে হিব্বান, কিতাবুয যাকাত, হাদীস:৩২৪১।

(ইমাম বায়হাকী বলেন-) এই হাদীসে একথার প্রমাণ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) রিযিক অন্বেষণের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে রিযিক অন্বেষণে উত্তম ও সুন্দর পদ্ধতি অবলম্বন করতে বলেছেন। আর উত্তম ও সুন্দর পদ্ধতি হলো এই যে- আল্লাহর উপর ভরসা করে হালাল রিযিক অন্বেষন করবে, হারাম পদ্ধতিতে অন্বেষণ করবে না। আর রিযিক অন্বেষণে না নিজের শক্তি-সামর্থ্যের প্রতি ভরসা করবে, না নিজের কৌশল ও তদবীরের প্রতি ভরসা করবে, বরং আল্লাহর প্রতি ভরসা করবে।

লক্ষ্য অর্জনে ধৈর্য এবং আল্লাহর উপর ভরসা

হযরত যুহরী (রহ) এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন- আমি আমার পিতার সাথে রাসূলুল্লাহ (সা) এর খিদমতে উপস্থিত হই। তিনি আমার অগোচরে পিতার সাথে একান্তে কিছু কথাবার্তা বললেন। যখন আমার পিতা ফিরে আসলেন তখন আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ (সা) আপনাকে কি বললেন। তিনি বললেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন-

إِذَا أَرَدْتَ أَمْرًا فَعَلَيْكَ بِالتُّؤَدَةِ حَتَّى يَجْعَلَ اللهُ لَكَ مَخْرَجًا " أَوْ قَالَ: " فَرَجًا "

যখন তুমি কোন কিছু করার ইচ্ছা কর তখন ধীরে সুস্থে করবে। যে পর্যন্ত আল্লাহ তোমার জন্য কোন পথ বের করে না দেন। অথবা বললেন- কোন বিহীত ব্যবস্থা করে দেন।–[রিওয়ায়াত:১১৮৭, শামেলা:১১৪৩][১২]

বেশী চিন্তা-ভাবনা না করা

হযরত খালেদ বিন রাফে থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত ইবনে মাসউদ (রা) কে বলেন-

لَا تُكْثِرْ هَمَّكَ، مَا يُقَدَّرْ يَكُنْ، وَمَا تُرْزَقْ يَأْتِكِ

তুমি বেশী চিন্তা–ভাবনা করো না। যা কিছু তাকদীরে নির্ধারণ করা হয়েছে তা বাস্তবায়িত হবেই। আর যে রিযিক তোমার ভাগ্যে রয়েছে তা আসবেই।–

[রিওয়ায়াত:১১৮৮ শামেলা:১১৪৪][১৩]

ইমাম আহমদ (রহ) বলেন, এখানে রিযিক অন্বেষণে নিষেধ করা হয়নি বরং এ ব্যাপারে দুঃখ দুঃশ্চিন্তা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এটা খুব লোভীদের অভ্যাস যে, তারা সর্বাত্মক চেষ্টা পরিশ্রম করার পরও পেরেশান ও অস্থির হয়ে থাকে এবং ভয় পায় যে, যা কিছু আছে তা আবার শেষ হয়ে যায় কি না। আর যা কাছে নাই তা আসার ব্যাপারে কোন কিছু প্রতিবন্ধক হয়ে যায় কি না। আর এই সবকিছু তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী।

---

12 . আদাবুল মুফরাদ, হাদীস:৮৮৮।

13 . কানযুল উম্মাল, আল ইমান আল ইসলাম, হাদীস:৫০৫।

মানুষের রিযিক কোনভাবে পৌছে যায়

হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ভিক্ষুক রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে কিছু চাইল। (তখন সে) দেখল যে, একটু খেজুর পড়ে আছে এবং সে তা উঠাতে লাগল, রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বললেন-

أَمَا إِنَّكَ لَوْ لَمْ تَأْتِهَا لَأَتَتْكَ

জেনে রাখ! যদি তুমি এর কাছে নাও আসতে, তথাপি এটা তোমার কাছে নিজে নিজেই চলে আসত।–[রিওয়ায়াত:১১৯০ শামেলা:১১৪৬][১৪]

রিযিক মানুষকে যেভাবে খোঁজে ফেরে

হযরত আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন–

إِنَّ الرِّزْقَ يَطْلُبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ

নিশ্চয়ই রিযিক মানুষকে ঠিক তেমনিভাবে খোঁজে ফিরে, যেমনটি তার মৃত্যু তাকে খোঁজে ফিরতে থাকে।–[রিওয়ায়াত:১১৯১. শামেলা:১১৪৭][১৫]

অপর বর্ণনায় আছে, হযরত আবু দারদা (রা) বলেন–

لَوْ أَنَّ رَجُلًا هَرَبَ مِنْ رِزْقِهِ كَهَرَبِهِ مِنَ الْمَوْتِ، لَأَدْرَكَهُ رِزْقُهُ كَمَا يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ

যদি কোন ব্যক্তি তার রিযিক থেকে এভাবে পালায়, যেভাবে নিজের মৃত্যু থেকে পালায় তবে তার রিযিক তাকে এভাবে পেয়ে যাবে, যেভাবে তার মৃত্যু তাকে পেয়ে যাবে।–[রিওয়ায়াত:১১৯১, শামেলা:১১৪৮][১৬]

মানুষের তাকদীর এমনকি প্রতিটি পদক্ষেপ নির্ধারিত

হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-

مَا مِنَ امْرِئٍ إِلَّا وَلَهُ أَثَرٌ هُوَ وَاطِئُهُ، وَرِزْقٌ هُوَ آكِلُهُ، وَأَجَلٌ هُوَ بَالِغُهُ، وَحَتْفٌ هُوَ قَاتِلُهُ حَتَّى لَوْ أَنَّ رَجُلًا هَرَبَ مِنْ رِزْقِهِ لَاتَّبَعَهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ كَمَا أَنَّ الْمَوْتَ يُدْرِكُ مَنْ هَرَبَ مِنْهُ، أَلَا فَاتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ

প্রত্যেক মানুষের পায়ের কদমের চিহ্ন নির্ধারিত যেথায় যেথায় সে কদম রাখবে। তার রিযিক নির্ধারিত যা সে খাবে। তার জীবনের সীমা নির্ধারিত, যে পর্যন্ত সে পৌঁছবে এবং তার (এমন) কোন বিদ্বেষী (যদি থাকে) যে তাকে হত্যা করবে (তাও নির্ধারিত)।

---

14 . সহিহ ইবনে হিব্বান, কিতাবুয যাকাত, হাদীস:৩২৪০। আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুল বুয়ূ, হাদীস:২৬৫৪।
15 . সহিহ ইবনে হিব্বান, কিতাবুয যাকাত, হাদীস:৩২৩৮। আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুল বুয়ূ, হাদীস:২৬৪৯।
16 . হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭ম খণ্ড, পৃ:৯০। মুখতাসার তারীখে দিমাশক, ১০ম খণ্ড, পৃ:১৮৭।

এমনকি যদি কোন ব্যক্তি তার রিযিক না নিয়ে পালাতে থাকে, তবে তার রিযিক তার পিছু নেবে এবং তাকে পেয়ে যাবে। যেমনিভাবে সে তার মৃত্যু থেকে পালাতে থাকে অবশেষে তার মৃত্যু তাকে পেয়ে যায়। (অতএব) সাবধান! আল্লাহকে ভয় কর এবং রিযিক অন্বেষণে উত্তম পন্থা অবলম্বন কর। –[রিওয়ায়াত:১১৯৩, শামেলা:১১৪৮]

ব্যাপক উপদেশ

হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন–

إِنَّمَا تَكُونُ الصَّنِيعَةُ إِلَى ذِي دِينٍ أَوْ حَسَبٍ، وَجِهَادُ الضُّعَفَاءِ الْحَجُّ، وَجِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ لِزَوْجِهَا، وَالتَّوَدُّدُ نِصْفُ الدِّينِ، وَمَا عَالَ امْرُؤٌ اقْتَصَدَ، وَاسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ، وَأَبَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ أَرْزَاقَ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ حَيْثُ يَحْتَسِبُونَ

নেকী আর ইহসান (অনুগ্রহ) করা দীনদার সত্যিকার ভদ্র লোকদের দ্বারাই হয়ে থাকে। আর দুর্বলদের জিহাদ হলো হজ করা। মহিলাদের জিহাদ হলো নিজের স্বামীর খিদমত করা। পারস্পরিক মিল-মহব্বত অর্ধেক দীন। যে ব্যক্তি মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে, সে কখনো অভাবী হয় না। দান সাদকার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের (রিযিক) বাড়িয়ে নাও। আল্লাহ তাআলা অস্বীকার করেছেন যে, মুমিনদের রিযিক এমন স্থান থেকে দেবেন, যেখান থেকে সে ধারণা-কল্পনা করে। (বরং এমন স্থান থেকে দিবেন যেখান থেকে সে কল্পনা করে না।)–[রিওয়ায়াত:১১৯৭, শামেলা:১১৫২]

ইমাম আহমদ (রহ) বলেন– এর মতলব হলো, আল্লাহ তাআলা অস্বীকার করেছেন যে, মুমীনের সকল রিযিক তার কল্পনানুযায়ী দান করবেন। (বরং অনেক রিযিক আসবে এমন স্থান থেকে যা সে কল্পনা করে না।)। কেননা অনেক ব্যবসায়ী আছে যারা তাদের ব্যবসার মধ্যে সেই রিযিক পাওয়ার কল্পনা করেন এবং তারা তাদের কল্পনানুযায়ীই রিযিক পেয়ে থাকেন।

সফরে পাথেয় সাথে নেওয়া

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন- ইয়ামানের লোকেরা হজের সফরে বের হতো কিন্তু সফরের সামান নিত না এবং বলতো আমরা আল্লাহর উপর ভরসাকারী। পরে তারা মানুষের নিকট চেয়ে বেড়াত। অতএব আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযীল করলেন-

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى

আর তোমরা পাথেয় সঞ্চয় করে নাও। আর নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া বা আত্মসংযম।-সূরা বাকারা:১৯৭– [রিওয়য়াত:১১৯৮, শামেলা:১১৫৩][১৭]

---

17 . তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা বাকারা:১৯৭। সহিহ বুখারী, কিতাবুল হজ, হাদীস:১৫২৩।

উপায় উপকরণ অবলম্বন

ইমাম বায়হাকী (রহ) বলেন- আমরা সকল তাওয়াক্কুলদের সরদার এবং রাব্বুল আলামীনের সমস্ত রাসূলদের সরদার রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছি যে, হুযুর (সা) 'মালে ফাই' থেকে পরিবারের জন্য সারা বছরের খরচ রেখে দিতেন, এরপর যা অবশিষ্ট থাকত তা বায়তুল মালের প্রয়োজনীয় খরচে তা ব্যয় করতেন।

–[রিওয়ায়াত:১২০৪, শামেলা:১১৫৬]

আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এটাও বর্ণনা করেছি যে, যুদ্ধের ময়দানে মোকাবেলার সময় যখন রাসূলুল্লাহ (সা) দুশমনের মুখোমুখি হয়েছেন, তখন তার দুই দুইটি বর্ম পরিধান করা ছিল। -[রিওয়ায়াত:১২০৫, শামেলা:১১৫৬]

আমরা এটাও বর্ণনা করেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাত মচকিয়ে যাওয়ার কারণে তিনি সিঙ্গা লাগিয়ে রক্তমোক্ষন করিয়েছেন। –[রিওয়ায়াত:১২০৬, শামেলা:১১৫৬]

রোগ-ব্যাধিতে চিকিৎসা গ্রহণ

আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে কিছু ওষুধও বর্ণনা করেছি, যা তিনি ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছেন। এমনকি তিনি বলেছেন-

تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً إِلَّا الْهَرَمَ

চিকিৎসা করাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যার জন্য নিরাময় বা আরোগ্য রখেন নি– একমাত্র বার্ধক্য ব্যতীত।–

[রিওয়ায়াত:১২০৭, শামেলা:১১৫৬][১৮]

অনুরূপ তিনি ঝাড়ফুঁক করানোরও হুকুম দিয়েছেন এবং এর অনুমতিও দান করেছেন। আর ইরশাদ করেছেন–

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের উপকার করার শক্তি রাখে সে যেন অবশ্যই তার ভাইয়ের উপকার করে।–[রিওয়ায়াত:১২০৭, শামেলা:১১৫৬][১৯]

উপায়-উপকরণ তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত

হযরত আবু খুযামাহ (রা) এর এক রিওয়ায়াতে আছে। তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা রোগ মুক্তির জন্য ঔষধপত্র সেবন করি অথবা ঝাড়ফুক করি এবং কিছু সাবধানতা অবলম্বন করে থাকি। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত তাকদির প্রতিরোধ করতে পারে? রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করলেন-

---

[18] . সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুত তিব্ব, হাদীস:৩৮৫৫। জামে তিরিমিযী, কিতাবুত তিব্ব, হাদীস:২০৩৮।

[19] . সহিহ মুসলিম, কিতাবুস সালাম, হাদীস:২১৯৯। আল মুস্তাদরাক হাকীম, কিতাবুত তিব্ব, হাদীস:৮২৭৭।

إِنَّهُ مِنْ قَدَرِ اللهِ

নিঃসন্দেহে এসবই তাকদীরের অন্তর্ভূক্ত।–

[রিওয়ায়াত:১২০৮, শামেলা:১১৫৬][২০]

ইমাম আহমদ (রহ) বলেন- এই হাদীস এ বিষয়ের একটি বুনিয়াদি দলিল। এর উদ্দেশ্য মানুষ ঐ সব বস্তু তার ব্যবহারে আনবে যা আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য বর্ণনা করেছেন এবং ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেছেন।

আর এসব উপায়-উপকরণ ব্যবহারের সময় এই বিশ্বাস রাখবে যে, এগুলো হলো বাহ্যিক উপকরণ মাত্র– প্রকৃত কর্তা হলেন আল্লাহ তাআলা। আর ব্যবহারের পর যে উপকার পৌঁছবে তা আল্লাহ তাআলার তাকদীর বা নির্ধারণ অনুযায়ী হবে। তিনি চাইলে এসব উপকরণ ব্যবহার সত্ত্বেও তা উপকারশূণ্য হতে পারে।

অতএব ইয়াকীন ও বিশ্বাস শুধু ওষুধ-পথ্য, ঝাড়ফুক এর প্রতি হবে না, বরং তা হবে আল্লাহর প্রতি- সব উপকারদানকারী উপায়-উপকরণ মজুদ থাকা সত্ত্বেও।

উপকরণ অবলম্বন করে তাওয়াককুল করা

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি উটে সওয়ার হয়ে আসল এবং বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি একে (উটকে) ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করব? হুজুর (সা) বললেন-

اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ

একে বেঁধে নাও এবং আল্লাহর উপর ভরসা কর।–

[রিওয়ায়াত:১২১০, শামেলা:১১৬১][২১]

কঠিন কাজ সামনে আসলে যে দুআ পড়বে

হযরত আউফ বিন মালিক (রা) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) দুই ব্যক্তির মধ্যে ফয়সালা করেন। তখন যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফয়সালা যায়, সে যেতে যেতে পাঠ করে-

حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট।

তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ডেকে বলেন- অপারগতা অলসতার উপর আল্লাহর তিরষ্কার প্রযোজ্য হয়ে থাকে। বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দান কর। যখন কোন কঠিন কাজ এসে পড়ে তখন উক্ত কালিমা পাঠ কর।–

[রিওয়ায়াত:১২১৩, শামেলা:১১৬২][২২]

---

20 . সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুত তিব্ব, হাদীস:৩৪৩৭। মুসনাদে আহমদ, হাদীস:১৫৪৭৪।

21 . জামে তিরমিযী, কিতাব সিফাতিল কিয়ামাহ, হাদীস:২৫১৭। সহিহ ইবনে হিব্বান, কিতাবুর রাকায়েক, হাদীস:৭৩১।

22 . সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আকদিয়াহ. হাদীস:৩৬২৭। ইবনুস সুন্নি, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলি, হাদীস:৩৫১।

ইমাম আহমদ (রহ) বলেন, আমরা ইবনে শিহাব থেকে মুরসালরুপে এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছি যে, ঐ দুই ব্যক্তির একজন তার দলিল ও প্রমান পেশ করার ব্যাপারে অক্ষম হয়ে পড়ে। অতঃপর যখন ফয়সালা অপর ব্যক্তির পক্ষে চলে যায় তখন সে উক্ত মন্তব্য করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন-

اطْلُبْ حَقَّكَ حَتَّى تَعْجَزَ، فَإِذَا عَجَزْتَ فَقُلْ: حَسْبِيَ اللهُ، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، فَإِنَّمَا يَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى حُجَجِكُمْ، فَلَمْ يَرْضَ تَجْرِيدَ التَّوَكُّلِ، عَنِ الطَّلَبِ

তোমার অধিকার আদায়ে চেষ্টা কর, যে পর্যন্ত তুমি অক্ষম না হয়ে পড়। আর যখন তুমি অপারগ হয়ে পড় তখন বল-

حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট।

এটা বাস্তব ব্যাপার যে, তোমাদের উভয়ের ব্যাপারের ফয়সালা তোমার দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে করা হয়েছে। তাওয়াককুলকে প্রচেষ্টার বাহিরে রাখা অপছন্দনীয় কাজ।-[রিওয়ায়াত:১২১৪, শামেলা:১১৬২]

আত্মমর্যাদাবোধ-কারো বোঝা না হওয়া

হযরত উমর (রা) বলেন–

يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ ارْفَعُوا رُءُوسَكُمْ مَا أَوْضَحَ الطَّرِيقَ، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، وَلَا تَكُونُوا كَلًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ

হে কারীদের জামাত, নিজের মাথা উঠাও (আর দেখ জীবিকার) পথ কত প্রশস্ত, কল্যাণ ও নেক কাজে প্রতিযোগিতা কর। আর মুসলমানদের বোঝা হয়ো না। –[রিওয়ায়াত:১২১৭, শামেলা:১১৬৩]

মন যখন প্রশান্ত থাকে

হযরত সালমান (রা) এক ওসক (৬০ মন) খাদ্য ক্রয় করেন এবং বলেন–

إِنَّ النَّفْسَ إِذَا أَحْرَزَتْ رِزْقَهَا اطْمَأَنَّتْ

মানুষের রিযিক যখন সংরক্ষিত থাকে তখন অন্তর প্রশান্ত থাকে।– [রিওয়ায়াত:১২২০, শামেলা:১১৬৬][২৩]

যে উপার্জন উত্তম

হযরত হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন-

[23]. হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ:২০৭। হায়াতুস সাহাবা।

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ، فَيَجِيءَ بِحِزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا، فَيَسْتَغْنِيَ بِهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

তোমাদের কেউ যদি রশি নিয়ে জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ করে নিজের পিঠে বহন করে নিয়ে আসে। তারপর এটি বিক্রি করে আর এর মাধ্যমে সে মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে যায়। তবে এটা তার জন্য সে সব থেকে অনেক উত্তম যে, সে মানুষের নিকট হাত পাততে থাকবে, চাই তারা কিছু প্রদান করুক বা না করুক।–

[রিওয়ায়াত:১২২৩, শামেলা:১১৬৯][২৪]

হযরত মিকদাম ইবনে মাদী কার্ব (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন–

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَكَانَ دَاوُدُ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

কোন ব্যাক্তি নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চাইতে উত্তম খাদ্য কখনো খায়নি। আল্লাহর নবী দাউদ (আ) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।–

[রিওয়ায়াত:১২২৪, শামেলা:১১৭০][২৫]

উত্তম পেশা

হযরত সাইদ ইবনে উমাইর তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন উপার্জন উত্তম? তিনি বললেন-

كَسْبٌ مَبْرُورٌ

পছন্দনীয় পেশা।–

[রিওয়ায়াত:১২২৬, শামেলা:১১৭২][২৬]

হযরত আবু বুরদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞেস করা হলো- কোন উপার্জন ও পেশা পবিত্র অথবা উত্তম? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন–

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

মানুষের নিজের হাতের উপার্জন এবং প্রত্যেক ঐ ব্যবসা যা পছন্দনীয় ও বরকতওয়ালা হয়।–[রিওয়ায়াত:১২২৭ শামেলা:১১৭৩][২৭]

সত্যবাদী ও আমনতদার ব্যবসায়ীর ফযীলত

হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন–

---

24 . সহিহ বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ, হাদীস:২০৭৪। সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুয যাকাত, হাদীস:১৮৩৬।
25 . সহিহ বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ, হাদীস:২০৭২। মুসনাদে আহমদ, হাদীস:১৭৬৫৩।
26 . আল মুস্তাদরাক হাকীম, কিতাবুল বুয়ূ, হাদীস:২১৫৯।
27 . আল মুস্তাদরাক হাকীম, কিতাবুল বুয়ূ, হাদীস:২১৫৮। মুসনাদে আহমদ, হাদীস:১৭৭২৮।

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

সত্যবাদী, আমানতদার মুসলিম ব্যবসায়ী শহীদদের সাথী হবে।–

[রিওয়ায়াত:১২৩০, শামেলা:১১৭৫][২৮]

যার কাছে সম্পদ নেই

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন– যে ব্যক্তির কাছে সাদকা করার মত কিছু নাই, তার উচিত নিম্নের দুআ পড়া, যা তাকে পরিশুদ্ধ করবে-

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

হে আল্লাহ! আপনি আপনার বান্দা রাসূল মুহাম্মদ (সা) এর উপর রহমত অবতীর্ণ করুন এবং মুমিন নর-নারী ও মুসলিম নর-নারীর উপর রহমত অবতীর্ণ করুন।–[রিওয়ায়াত:১২৩১ শামেলা:১১৭৬][২৯]

আল্লাহ হালাল উপার্জনকারীর প্রতি সন্তুষ্ট

হযরত আস-সাকান থেকে বর্ণিত-

طَلَبُ الْحَلَالِ مِثْلُ مُقَارَعَةِ الْأَبْطَالِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ بَاتَ عَيِيًّا مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ بَاتَ وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ رَاضٍ

হালাল মাল অন্বেষণ করা আল্লাহর পথে বাহাদুরদের সাথে মোকাবেলা করার দৃষ্টান্তের মত। যে ব্যক্তি হালাল জীবিকার অন্বেষণে ক্লান্ত হয়ে রাত অতিবাহিত করে, সে এমন অবস্থায় রাত অতিবাহিত করে যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট।–[রিওয়ায়াত:১২৩২ শামেলা:১১৭৭]

হযরত মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহ) কে বললেন, আপনার কি হলো যে, আপনি বাহাদুরদের সাথে লড়াই করেন না? তিনি বললেন, বাহাদুরদের সাথে মোকাবিলা কি? মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে বললেন-

الْكَسْبُ مِنَ الْحَلَالِ وَالْإِنْفَاقُ عَلَى الْعِيَالِ

হালাল উপায়ে উপার্জন করা এবং পরিবার পরিজনের উপর খরচ করা। –[রওয়ায়াত:১২৩২ শামেলা:১১৭৭]

28 . আল মুস্তাদরাক হাকীম, কিতাবুল বুয়ূ, হাদীস:২১৪২। জামে তিরমিযী, কিতাবুল বুয়ূ, হাদীস:১২০৯।

29. সহিহ ইবনে হিব্বান, কিতাবুর রাকায়েক, হাদীস:৯০৩। আদাবুল মুফরাদ, হাদীস:৬৪৪।

কৃষিকাজ করা

হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন–

اطْلُبُوا الرِّزْقَ مِنْ خَبَايَا الْأَرْضِ

যমীনের অভ্যন্তরস্থ খাযানা থেকে রিযিক তালাশ কর।–

[রিওয়ায়াত:১২৩৩ শামেলা:১১৭৮][৩০]

[অর্থাৎ কৃষি কাজ, ফল ফলারীর বাগান ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে জীবিকা উপার্জন কর।]

আল্লাহ পেশাজীবি মুমিনকে ভালবাসেন

হযরত সালেম তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লহ (সা) ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা পেশাজীবি মুমিনকে ভালবাসেন।–

[রিওয়ায়াত:১২৩৭ শামেলা:১১৮১][৩১]

বুদ্ধিমান হওয়া-অহেতুক খরচ না করা

হযরত আলী ইবনে আসসাম বলেন-

مَا أَحَبُّ إِلَيَّ يَكُونَ الْمُسْلِمُ مُحْتَرِفًا، إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا احْتَاجَ أَوَّلَ مَا يَبْذُلُ دِينَهُ

আমি তো শুধু এটাই পছন্দ করি যে, মুসলমানের বুদ্ধিমান হওয়া চাই। এজন্য যে, যখন মুসলমান অভাবী হবে, তখন সর্বপ্রথম সে তার দীনকে খরচ করবে।–

[রিওয়ায়াত:১২৪০ শামেলা:১১৮৩]

বর্তমান উপার্জন আঁকড়ে থাকা

হযরত আনাস (রা) বলেন– আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি-

مَنْ رُزِقَ فِي شَيْءٍ فَلْيَلْزَمْهُ

যে ব্যক্তির কোন উপার্জনের উপায় বা পথ আছে, সে যেন তা অবশ্যই মজবুতির সাথে আঁকড়ে থাকে (অযথা ছেড়ে না দেয়)।–[রিওয়ায়াত:১২৪১ শামেলা:১১৮৪]

হযরত নাফে বলেন, আমি ব্যবসার জন্য মিশর আর শামে (সিরীয়ায়) যেতাম। আল্লাহ তাআলা আমাকে এর মাধ্যমে ভালভাবে প্রশস্ত জীবিকা দান করতেন। একবার আমি (এর পরিবর্তে) ইরাক সফর করি আর সেখান থেকে আমার পুঁজিও উঠাতে পারিনি। আমি হযরত আয়িশা (রা) এর নিকট হাযির হলে তিনি (তা জানতে পেরে) বলেন- বৎস! তোমার (বর্তমান) ব্যবসাকে আকড়ে থাক। এজন্য যে আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি-

[30]. মাজমাউজ যাওয়ায়েদ, কিতাবুল বুয়ূ, হাদীস:৬২৩৭। তাবরানী আউসাত, ১ম খণ্ড, হাদীস:৮৯৫।

[31] . তাবরানী কাবীর, ১২ খণ্ড, হাদীস:১৩২০০। মাজমাউজ যাওয়ায়েদ, কিতাবুল বুয়ূ, হাদীস:৬২৩১।

إِذَا فُتِحَ لِأَحَدِكُمْ رِزْقٌ مِنْ بَابٍ فَلْيَلْزَمْهُ

যখন তোমাদের কারো রিযিক একটি পথের মাধ্যমে খুলে দেওয়া হয়, তবে তার উচিত সে যেন তা মজবুতভাবে ধরে রাখে। [রিওয়ায়াত:১২৪৩, শামেলা:১১৮৬][৩২]

সুস্বাস্থ্য ধন-সম্পদের চেয়ে উত্তম এবং হৃদয়ের প্রসন্নতা আল্লাহর নিয়ামত

হযরত মুয়ায ইবনে আব্দুল্লাহ জাহনী তার পিতা থেকে এবং তার পিতা তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন– একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের কাছে তাশরীফ আনেন। আর তখন তিনি অত্যন্ত প্রফুল্ল ছিলেন। আমরা মনে করলাম যে, তিনি তার কোন সহধর্মিনীর সঙ্গলাভ করে এসেছেন। তখন আমরা বললাম ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনাকে অত্যন্ত প্রসন্ন মনে হচ্ছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ আল্লাহর শোকর। তারপর প্রাচুর্য সম্পর্কে কথা উঠল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন-

لَا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنِ اتَّقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى اللهَ خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى، وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النِّعَمِ

যার তাকওয়া আছে তার প্রাচুর্যে ক্ষতি নাই। আর যার তাকওয়া আছে তার সুস্বাস্থ্য ধন–সম্পদের প্রাচুর্য হতে উত্তম। আর হৃদয়ের প্রসন্নতা (মানসিক প্রফুল্লতা) আল্লাহর নিয়ামতসমূহের অন্যতম।–[রিওয়ায়াত:১২৪৫, শামেলা:১১৮৮][৩৩]

যে ব্যক্তির মধ্যে কোন কল্যাণ নেই

হযরত আনাস (রা) বলেন,

لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يُحِبُّ الْمَالَ لِيَصِلَ بِهِ رَحِمَهُ، وَيُؤَدِّيَ بِهِ أَمَانَتَهُ، وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنْ خَلْقِ رَبِّهِ

ঐ ব্যক্তির মধ্যে কোন কল্যাণ নেই যে ব্যক্তি (পিতা–মাতা) আত্মীয়–স্বজনের হক আদায়ের জন্য মাল-সম্পদের মহব্বত রাখে না। যাতে মাল-সম্পদ এর সাথে নিজের আর্থিক হক ও অধিকার সমূহ আদায় করে এবং মাল সম্পদের মাধ্যমে নিজের প্রতিপালকের অন্য সব মাখলুক থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে যায়।–[রিওয়ায়াত:১২৫০, শামেলা:১১৯২][34]

দীন-দুনিয়ার সম্বল

হযরত আবু বকর (রা) বলেন–

دِينُكَ لِمَعَادِكَ، وَدِرْهَمُكَ لِمَعَاشِكَ، وَلَا خَيْرَ فِي أَمْرٍ بِلَا دِرْهَمٍ

দীন হচ্ছে তোমার আখিরাতের সম্বল আর সম্পদ হচ্ছে দুনিয়ার সম্বল। আর টাকা–পয়সা ছাড়া কোন মুআমালাই ঠিক হয় না। –[রিওয়ায়াত:১২৫৪, শামেলা:১১৯৬]

---

32 . সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুত তিজারাহ, হাদীস:২১৪৮।
33 . আল আদাবুল মুফরাদ, বাবু তীবিন নাফস, হাদীস:৩০২। আল মুস্তাদরাক হাকীম, কিতাবুল বুয়ূ, হাদীস:২১৩১।
34 . হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ:১৭৩।

হযরত সাদ ইবনে উবাদা (রা) এর দুআ

হযরত হিশাম ইবনে উরওয়াহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত সাদ ইবনে উবাদা (রা) এই দুআ করতেন-

اللهُمَّ هَبْ لِي مَجْدًا، وَلَا مَجْدَ إِلَّا بِفَعَالٍ، وَلَا فَعَالَ إِلَّا بِمَالٍ، اللهُمَّ لَا يُصْلِحُنِي الْقَلِيلُ وَلَا أَصْلُحُ عَلَيْهِ

হে আল্লাহ! আমাকে আভিজাত্য প্রদান কর। আভিজাত্য তো কোন মহান কাজের মাধ্যমেই অর্জন করা যেতে পারে আর মহান কাজ ধন-সম্পদের মাধ্যমেই সমাধা করা সম্ভব। হে আল্লাহ! না অল্প সম্পদ আমার অবস্থা চাঙ্গা করতে পারবে, আর না আমি নিজে অল্প মাল নিয়ে চাঙ্গা থাকতে পারব। (সুতরাং তুমি তোমার শান অনুযায়ী আমাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ দান কর।)।

(তার এই দুআর প্রতিক্রিয়া এভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে) উচু স্থান থেকে আহ্বানকারীকে এই বলে আহ্বান করতে হতো যে, যে ব্যক্তি গোশত ও চর্বি খেতে ইচ্ছুক সে যেন সাদ ইবনে উবাদার নিকট আসে। –[রিওয়ায়াত:১২৫৮, শামেলা:১২০০][৩৫]

প্রাত্যহিক কাজ-কর্মে নিয়োজিত থাকা

হযরত মূসা বিন মুকাররম বলেন– কোন এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী (রহ) কে বলল, হে আবু সাঈদ! আমি যখন কুরআন শরীফ খুলে পড়া শুরু করি, তখন (পড়তে পড়তে) সন্ধ্যা হযে যায়। হযরত হাসান বসরী (রহ) বললেন, (এমন করো না বরং) তুমি কুরআন শরীফ সকালে ও সন্ধ্যায় পড়। আর পুরা দিন নিজের কাজ-কর্মে নিয়োজিত থাক।- [রিওয়ায়াত:১২৫৯, শামেলা:১২০১]

ধন-সম্পদের গুরুত্ব

হযরত আইয়ুব সাখতিয়ানী (রহ) বলেন– আমাকে হযরত আবু কিলাবাহ (রহ) বলেছেন-

الْزَمْ سُوْقَكَ فَإِنَّ فِيهِ غِنًى عَنِ النَّاسِ وَصَلَاحًا فِي الدِّينَ

তুমি তোমার ব্যবসাকে আঁকড়ে থাক। এজন্য যে, এর দ্বারা মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষী থাকা যায় এবং দীন ঠিক থাকে।–[রিওয়ায়াত:১২৬০, শামেলা:১২০২][৩৬]

হযরত আইয়ুব (রহ) বলেন, আমাকে হযরত আবু কিলাবাহ (রহ) একটি চিরকুট পাঠিয়ে দিল। তাতে লেখা ছিল-

الْزَمْ سُوْقَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْغِنَى مُعَافَاةٌ

---

35 . আল মুস্তাদরাক হাকীম, কিতাব মারিফাতুস সাহাবা, হাদীস:৫১০৫। হায়াতুস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, দুআ অধ্যায়।
36 . হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ:১১।

তুমি তোমার ব্যবসা বা উপার্জনে লেগে থাক। আর নিশ্চিত জেনে রাখ যে, মালদার হওয়া (অনেক পেরেশানী ও সংকট থেকে) নিরাপদ থাকার উপায়।–[রিওয়ায়াত:১২৬১, শামেলা:১২০৩][৩৭]

হযরত সুফিয়ান বলেন–একজন গ্রাম্য ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কি দিরহাম (টাকা–পয়সা) ভালবাসেন? সে বলল-

إِنَّهَا تَنْفَعُنِي وَتَصُونُنِي

দিরহাম আমার উপকার করে (প্রয়োজন মেটায়) আর আমাকে (সংকট ও পেরেশানী থেকে) হিফাযত করে। –[রিওয়ায়াত:১২৬৪, শামেলা:১২০৬]

আবেদ হওয়ার পূর্বে উপার্জন করা

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ) বলেন–

إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَعَبَّدَ فَانْظُرْ، فَإِنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ بُرٌّ فَتَعَبَّدْ وَإِلَّا فَاطْلُبِ الْبُرَّ أَوَّلًا ثُمَّ تَعَبَّدْ

যখন তুমি আবেদ হওয়ার ইচ্ছা কর, তখন দেখ তোমার ঘরে খাদ্য আছে কিনা? যদি থাকে তাবে অবশ্যই আবেদ হও আর যদি না থাকে তবে প্রথমে খাদ্য অন্বেষণ কর তারপর ইবাদত করো। –[রিওয়ায়াত:১২৬৯, শামেলা:১২১১][৩৮]

তাওয়াককুলের হাকীকত প্রসঙ্গে মনীষীদের উক্তি

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ) বলেন-

لَيْسَ التَّوَكُّلُ الْكَسْبَ، وَلَا تَرْكَ الْكَسْبِ، التَّوَكُّلُ شَيْءٌ فِي الْقُلُوبِ

তাওয়াক্কুল উপার্জন করা এবং ছেড়ে দেয়ার নাম নয়। তাওয়াক্কুল এমন বিষয় যা অন্তরে হয়।

অপর বর্ণনায় আছে তিনি বলেন-

إِنَّمَا هُوَ سُكُونَ الْقَلْبِ إِلَى مَوْعُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

তাওয়াক্কুল হলো আল্লাহ তাআলার ওয়াদাকৃত বিষয়সমূহের প্রতি পূর্ণ আস্থাবান হওয়ার নাম।–[রিওয়ায়াত:১২৭১, শামেলা:১২১৩][৩৯]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে দাউদ খুরাইবী (রহ) বলেন-

أَرَى التَّوَكُّلَ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ

আমি মনে করি তাওয়াককুল হলো আল্লাহর প্রতি সুধারণা করার নাম।-
[রিওয়ায়াত:১২৭২, শমেলা:১২১৪]

---

37. মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, কিতাবুল জামে, হাদীস:২১০২১।
38. হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ:১৭।
39. হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০ম খণ্ড, পৃ:৩৮৩।

হযরত শাকীক ইবনে ইবরাহীম (রহ) বলেন-

التَّوَكُّلُ طُمَأْنِينَةُ الْقَلْبِ بِمَوْعُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

তাওয়াককুল হলো আল্লাহর ওয়াদাকৃত বিষয়ের উপর অন্তরের স্থিরতার নাম।- [রিওয়ায়াত:১২৭৩, শমেলা:১২১৫]

হযরত হাসান বসরী (রহ) বলেন-

الرِّضَا عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

তাওয়াককুল হলো সর্বাববস্থায় আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকার নাম।- [রিওয়ায়াত:১২৭৫, শমেলা:১২১৭]

হযরত সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ) বলেন-

كَمَالُ الْمَعْرِفَةِ بِاللهِ التَّوَاضُعُ لَهُ وَكَمَالُ التَّوَاضُعِ الرِّضَا

আল্লাহর মারিফাত পূর্ণতা লাভ করে তাওয়াযু বা নম্রতার দ্বারা। আর তাওয়াযু ও নম্রতা পূর্ণতা লাভ করে রিযা বা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টির দ্বারা।-[রিওয়ায়াত:১২৭৬, শমেলা:১২১৮]

যে যার উপর ভরসা করে

হযরত শাকীক বলখী (রহ) বলেন- প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব একটা মাকাম বা অবস্থা আছে। কেউ তার সম্পদের উপর ভরসা করে। কেউ তার নিজের উপর ভরসা করে। কেউ তার নিজের যবানের উপর ভরসা করে। কেউ তার তলোয়ারের উপর ভরসা করে। কেউ তার হুকুমতের উপর ভরসা করে।

আবার কেউ শুধু আল্লাহর উপর ভরসা করে। অতএব আল্লাহর উপর ভরসাকারী আরাম ও শান্তি পেয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা তাকে তাওয়াককুলের সাথে বুলুন্দী দান করেন এবং তার মাকাম বা মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। ইরশাদ হয়েছে-

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

আপনি ভরসা করুন সেই চিরঞ্জীব সত্তার উপর যিনি কখনও মৃত্যুবরণ করবেন না। –সূরা ফুরকান:৫৮

অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অপর কিছু থেকে শান্তি ও আরাম পেতে চাইবে, তবে তা ছিন্ন করে দেওয়া হবে এবং সে মাহরুম হয়ে যাবে।–[রিওয়ায়াত:১২৯৭, শামেলা:১২৩৮]

আল্লাহর প্রতি ভরসাকারীর অভিযোগ নেই

হযরত নহর জাওরী (রহ) বলেন- বাস্তবে আল্লাহর উপর তাওয়াককুলকারী এবং সঠিক তাওয়াককুলকারী ঐ ব্যক্তি, যে লোকদের মধ্যে নিজের কষ্ট স্বীকার করে নেয়। অতএব মানুষের সাথে তার যে কষ্টই হয় সে তার অভিযোগ করে না। আর যে

তাকে কিছু না দেয় সে তার নিন্দা করে না। এজন্য যে, সে কারো দেওয়া ও না দেওয়াকে আল্লাহর পক্ষ থেকে মনে করে। –[রিওয়ায়াত:১৩১৩, শামেলা:১২৩৫]

প্রয়োজন কার কাছ থেকে পুরা করবে?

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায (রহ) বলেন-

مَنْ طَلَبَ الْفَضْلَ مِنْ غَيْرِ ذِي الْفَضْلِ عُدِمَ، وَإِنَّ ذَا الْفَضْلِ هُوَ اللهُ

যে ব্যক্তি এমন কারো নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করে– যে অনুগ্রহের অধিকারী নয়, সে লজ্জিত হয়। (জেনে রাখ যে,) আল্লাহই সব অনুগ্রহ ও দয়ার অধিকারী।

যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রতি অনুগ্রহকারী।-সূরা বাকারা:২৪৩-
[রিওয়ায়াত:১৩২০, শামেলা:১২৫৯]

হযরত বাশার বিন হারিস বলেন-

أَمَا تَسْتَحْيِ أَنْ تَطْلُبَ الدُّنْيَا مِمَّنْ يَطْلُبُ الدُّنْيَا؟ اطْلُبِ الدُّنْيَا مِمَّنْ بِيَدِهِ الدُّنْيَا

তোমাদের কি লজ্জা করে না যে, তোমরা দুনিয়া তার থেকে অন্বেষণ করো, যে নিজেই দুনিয়ার অন্বেষী। তোমরা দুনিয়া তার থেকে অন্বেষণ করো যে এই দুনিয়ার মালিক। –[রিওয়ায়াত:১৩২২ শামেলা:১২৬১]

তাওয়াককুল ইমানকে দৃঢ় করার নাম

হযরত সাইদ বিন খুবাইর বলেন-

التَّوَكُّلُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ جِمَاعُ الْإِيمَانِ

তাওয়াককুল হলো ইমানকে দৃঢ় করার নাম। –
[রিওয়ায়াত:১৩২৩. শামেলা:১২৬২]

হযরত সাইদ বিন খুবাইর বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন-

التَّوَكُّلُ جِمَاعُ الْإِيمَانِ

তাওয়াককুল হলো ইমানকে জমা (দৃঢ়) করার নাম। –
[রিওয়ায়াত:১৩২৪. শামেলা:১২৬২]

তিনটি আয়াত এমন যার দ্বারা মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়া যায়

হযরত আমের ইবনে আব্দ কায়স বলেন- কুরআনের তিনটি আয়াত এমন রয়েছে যার মাধ্যমে আমি মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে যাই (তা হলো)-

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ

আল্লাহ যদি তোমাকে কোন বিপদ দেন, তবে তিনি ব্যতীত আর কেউ তা দূর করতে পারবে না। আবার তিনি যদি তোমার কোন কল্যাণ করতে চান, তবে তার অনুগ্রহে বাধা দেওয়ার কেউ নেই। –সূরা ইউনূস:১০৭

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

আল্লাহ মানুষের জন্য কোন অনুগ্রহ অবারিত করলে, কেউ তা নিবারণ করতে পারে না। আর তিনি কিছু নিরুদ্ধ করতে চাইলে তৎপর কেউ তার উন্মুক্তকারী নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। –সূরা ফাতির:২

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا

ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর। তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। –সূরা হুদ:৬

–[রিওয়ায়াত: ১৩২৬. শামেলা:১২৬৫]

তাকওয়া ও আল্লাহকে ভয় করা খুব উত্তম আমল

হযরত মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ নিজের উক্তি বর্ণনা করেন-

سَلِ اللهَ مِنْ فَضْلِهِ وَاتَّقِهِ ... فَإِنَّ التُّقَى خَيْرُ مَا يُكْتَسَبْ

وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَصْنَعْ لَهُ ... وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ

আল্লাহ তাআলার নিকট তার ফযল ও অনুগ্রহ প্রার্থনা কর আর তাকওয়া অবলম্বন কর। নিঃসন্দেহে তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় অন্তরে রাখা খুব উত্তম আমল।

যে তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ নিজে তার জন্য পথ তৈরি করে দেন। আর তাকে এমন স্থান থেকে রিযিক প্রদান করেন যার ধারণাও সে করতে পারে না।-

[রিওয়ায়াত: ১৩২৯. শামেলা:১২৬৮]

হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন-

إِنِّي لَأَعْلَمُ آيَةً لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا بِهَا لَكَفَتْهُمْ

কুরআনের এমন একটি আয়াত আমি জানি, যদি লোকেরা তদনুযায়ী আমল করত, তবে তা-ই তাদের জন্য যথেষ্ট হতো। তা হলো -

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিস্কৃতির পথ করে দেবেন এবং তার ধারণাতীত উৎস থেকে (তাকে) রিযিক দিবেন। সূরা আত-তালাক ২-৩

অতঃপর নবী (সা) অনেক সময় নিয়ে তা পড়তে লাগলেন এবং পূণরাবৃত্তি করতে থাকলেন। [রিওয়ায়াত: ১৩৩০. শামেলা:১২৬৯][40]

[40] . মিশকাত, কিতাবুর রিকাক, হাদীস:৫০৭৫। সুনানে দারিমী, কিতাবু রিকাক, হাদীস:২৭৬৭।

আসমান যমীনের ভাণ্ডার যেখানে রয়েছে

হযরত আহমদ ইবনে খাযরাওয়াইহ বলেন- হযরত হাতিম আসিম (রহ) কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল- আপনি কোথা হতে আহার করেন? তিনি উত্তর দিলেন-

وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ

আর আল্লাহরই নিকট রয়েছে আসমান ও যমীনের ভাণ্ডার। কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না।- সূরা মুনাফিকুন:৭- [রিওয়য়াত: ১৩৩৫. শামেলা:১২৭৪]

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ) বলেন- হযরত ওয়াসিলুল আহদাব এই আয়াত তিলাওয়াত করেন-

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

আসমানে রয়েছে তোমাদের রিযিক আর যা কিছু তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।- সূরা যারিয়াত:২২

এবং বলেন আমার রিযিক আসমানে আর আমি তা যমীনে তালাশ করব? আমি কখনও তা যমীনে তালাশ করব না। [রিওয়য়াত: ১৩৩৬. শামেলা:১২৭৫]

যে আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহ তাকে স্মরণ রাখেন- হযরত দানিয়াল (আ) এর ঘটনা

হযরত সালিম থেকে বর্ণিত। হযরত দানিয়াল (আ) কে একটি গভীর কূপে নিক্ষেপ করে সেখানে হিংস্র প্রানী ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই হিংস্র প্রাণীগুলো তাকে দংশন করার পরিবর্তে তাকে মহব্বত এবং তার হাত পা লেহন করতে লাগল এবং কুকুড়ের মত প্রভুভক্তি প্রকাশ করতে লাগল।

অতঃপর একজন দূত (ফেরেশতা) তার নিকট আসল এবং বলল, হে দানিয়াল! (তোমার কোন প্রয়োজন আছে কি?) তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? তিনি বললেন, আমি আপনার প্রতিপালকের প্রেরিত দূত। তিনি আমাকে খাবারসহ আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন। তখন দানিয়াল (আ) বললেন-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يَنْسَى مَنْ ذَكَرَهُ

প্রশংসা সেই আল্লাহর– যিনি তাকে ভুলে যান না যে তাকে স্মরন করে।

[রিওয়য়াত: ১৩৩৮. শামেলা:১২৭৭]

যে নিজের প্রয়োজন পূরনের জন্য তাওয়াককুল করে

হযরত আবুল আব্বাস কে তাওয়াককুলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন-

مَنْ تَوَكَّلَ لِيُكْفَى فَلَيْسَ بِمُتَوَكِّلٍ

যে ব্যক্তি এজন্য তাওয়াককুল করে যে, যেন তার প্রয়োজনসমূহ পুরা হয় তবে সে তাওয়াককুলকারী নয়।[রিওয়য়াত: ১৩৪৪. শামেলা:১২৮২]

যখন কেউ সব ছেড়ে আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হয়

হযরত ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন-

مَنْ نَزَلَتْ بِهِ حَاجَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ، وَإِنْ أَنْزَلَهَا بِاللهِ فَأَوْشَكَ اللهُ لَهُ بِالْغِنَى إِمَّا أَجَلٌ عَاجِلٌ، وَإِمَّا غِنًى عَاجِلٌ

যে ব্যক্তি সংকটে পতিত হয়ে মানুষের সামনে তা পেশ করে তবে তার দারিদ্র ও সংকট আর বন্ধ হবে না। আর যে তা আল্লাহর নিকট পেশ করে তবে আল্লাহ তাআলা তাকে অমুখাপেক্ষী করে দিবেন দ্রুত আযল (নির্ধারিত ভাগ্য) দ্বারা বা দ্রুত সমৃদ্ধি দ্বারা।

অপর বর্ণনায় আছে দ্রুত অথবা (কিছুটা) বিলম্বে তাকে স্বচ্ছল করে দেবেন।

[রিওয়ায়াত: ১৩৫০, শামেলা:১২৮৮]

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন-

مَنِ انْقَطَعَ إِلَى اللهِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَتَهُ، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَمَنِ انْقَطَعَ إِلَى الدُّنْيَا وَكَّلَهُ اللهُ إِلَيْهَا

যে ব্যক্তি সকলের থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহমুখী হয়ে পড়ে আল্লাহ তাআলা তার সকল সমস্যার সমাধান করে দেন এবং এমন স্থান থেকে তাকে রিযিকের ব্যবস্থা করে দেন যা সে কল্পনা করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ামুখি হয়, আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়ার হাতেই অর্পণ করেন। –[রিওয়ায়াত: ১৩৫১, শামেলা:১২৮৯][৪১]

রিযিকের কমবেশী পরীক্ষা

হযরত রাসূলে কারীম (সা) ইরশাদ করেন-

إِنَّ اللهَ لَيَبْتَلِي الْعَبْدَ بِمَا أَعْطَاهُ فَمَنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ لَهُ وَسَّعَ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা বান্দাকে পরীক্ষা করেন, তাকে যা দিয়েছেন তার দ্বারা। অতঃপর তাকে যা দেওয়া হয়েছে তার প্রতি যদি সে সন্তুষ্ট থাকে তখন তাকে প্রশস্ততা দান করা হয়। আর যদি সে সন্তুষ্ট না হয় তবে তাকে বরকত প্রদান করা হয় না।–[রিওয়ায়াত:১৩৫৩, শামেলা:১২৯১][৪২]

রোগীদের সাথে খাবার খাওয়া

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুলল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন- রাসূলুল্লাহ (সা) এক কুষ্ঠরোগীর হাত ধরেন এবং তাকে নিজের পাত্রে খাবারে শরীক করে নিলেন এবং বললেন-

---

41 . আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৪র্থ খণ্ড, তওবা ও যুহুদ অধ্যায়, পৃ:১১৫।

42 . হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ:২১৩।

كُلْ بِسْمِ اللهِ، ثِقَةً بِاللهِ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ

আল্লাহর নাম নিয়ে খাও– আল্লাহর উপর ইয়াকীন এবং ভরসা রেখে।

[রিওয়ায়াত:১৩৫৬, শামেলা:১২৯৪][৪৩]

ইমাম বায়হাকী (রহ) বলেন- এই হাদীসে কুষ্ঠরোগীর সাথে খাবার ব্যাপারটি এসেছে। আর অন্য হাদীসে আছে কুষ্ঠরোগী থেকে দূরে থাকার। আরেক হাদীসে আছে, বনু সাকীফের এক কুষ্ঠরোগী আসলে তিনি তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

এসব হাদীস থেকে প্রণিধানযোগ্য যে, যে ব্যক্তি অপসন্দনীয় বিষয়ে ধৈর্যধারণে সক্ষম এবং তাকদীরের উপরও পূর্ণ আস্থাশীল অর্থাৎ এই বিশ্বাসে অটল যে, আল্লাহর ফয়সালা ছাড়া ভাল-মন্দ কিছুই হবে না। তার জন্য এমন রোগীদের সাথে উঠাবসা করা যেতে পারে। আর যারা দুর্বলচিত্ত, ধৈর্যধারণে সক্ষম নয় তারা তাদের থেকে দূরে থাকবে।

হঠাৎ মৃত্যুর ব্যাপারে সতর্কতা

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুলল্লাহ (সা) একটি দেয়ালের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যেটি ঝুঁকে ছিল। তিনি এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় খুব দ্রুত চললেন। কিছু লোক বলল, হুযুর! আমাদের মনে হলো আপনি এই দেয়াল দেখে ভয় পেয়ে গেছেন? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন-

إِنِّي أَكْرَهُ مَوْتَ الْفَوَاتِ

আমি হঠাৎ মৃত্যুকে অপছন্দ করি। –

[রিওয়ায়াত:১৩৫৯, শামেলা:১২৯৭][৪৪]

পরবর্তী রিওয়ায়েতে ইরশাদ হয়েছে-

إِنِّي أَخَافُ مَوْتَ الْفَوَاتِ

আমি হঠাৎ মৃত্যুকে ভয় করি।

-[রিওয়ায়াত:১৩৬০ শামেলা:১২৯৮]

অনিষ্টকর বাসস্থান পরিবর্তন করা

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট এসে আরয করলো- আমরা এক বাড়ীতে থাকতাম এবং (পরিবারে) সংখ্যায় অনেক ছিলাম। আর এখন আমরা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছি এবং সংখ্যায় কমে গেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন-

اخْرُجُوا مِنْهَا أَوِ انْتَقِلُوا مِنْهَا وَهِيَ ذَمِيمَةٌ

তোমরা ঐ ঘর থেকে বেরিয়ে যাও। ঐ স্থান ছেড়ে দাও, এই স্থান খরাপ।–

[রিওয়ায়াত:১৩৬৩, শামেলা:১৩০১]

---

43 . সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুত তিব্ব, হাদীস:৩৯২৫। জামে তিরমিযী, কিতাবুল আতয়িমাহ, হাদীস:১৮১৭।

44. মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আবু হুরায়রা (রা),হাদীস:৮৯০০। মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদীস:৬৬০৫।

জান্নাতীদের বৈশিষ্ট্য

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম (সা) ইরশাদ করেন-

أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْبُلْهُ

অধিকাংশ জান্নাতী হবে সহজ-সরল ও সাদা-সিধা।–

[রিওয়ায়াত:১৩৬৮, শামেলা:১৩০৫][৪৫]

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় সালাফদের উক্তি

হযরত সাহল বিন আব্দুল্লাহ এই হাদীসের ব্যাখায় বলেন-

هُمْ الَّذِينَ وَلِهَتْ قُلُوبُهُمْ وَشُغِلَتْ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ

আহলে জান্নাতী তারা যাদের অন্তরে আল্লাহর জন্য সীমাহীন মুহাব্বত থাকে এবং সব সময় তার সাথে অর্থাৎ তার স্মরণে নিয়োজিত থাকে।–

[রিওয়ায়াত:১৩৬৯, শামেলা:১৩০৬]

ইমাম আউযায়ী (রহ) এর তাফসীরে বলেন-

الْأَعْمَى عَنِ الشَّرِّ الْبَصِيرُ بِالْخَيْرِ

এর অর্থ হলো তারা মন্দের ব্যাপারে অন্ধ এবং ভালোর ব্যাপারে প্রখর দৃষ্টিসম্পন্ন।–[রিওয়ায়াত:১৩৭০. শামেলা:১৩০৭]

হযরত আবু উসমান বলেন- এর অর্থ হলো-

الْأَبْلَهُ فِي دُنْيَاهُ الْفَقِيهُ فِي دِينِهِ

নিজের দুনিয়ার ব্যাপারে সাধারণ হওয়া এবং দীনের ব্যাপারে বুঝমান ও গভীর জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া। –[রিওয়ায়াত:১৩৭১. শামেলা:১৩০৮]

প্রকৃত অন্ধ যে ব্যক্তি

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জারাদ থেকে বর্ণিত। রাসূলুলল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন-

لَيْسَ الْأَعْمَى مَنْ عَمِيَ بَصَرُهُ، وَلَكِنِ الْأَعْمَى مَنْ تَعْمَى بَصِيرَتُهُ

ঐ ব্যক্তি অন্ধ নয়, যার চোখ অন্ধ। বরং অন্ধ তো ঐ ব্যক্তি যার বুঝ-জ্ঞান অন্ধ।–[রিওয়ায়াত:১৩৭২, শামেলা:১৩০৯][৪৬]

45 . মুসনাদ আল বাযযার, হাদীস:৬৩৩৯। মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, কিতাবু আহলিল জান্নাহ, হাদীস:১৮৬৭৪।
46 . মুসনাদ আল ফিরদাউস লিদ দাইলামী, বাবুল লাম, হাদীস:৫২২৭। তাফসীর দুররে মানসূর, সূরা হাজ:৪৬।